আইপিএলে প্রশিক্ষণ শুরুর আগে ক্রিকেটারদের ‘৫ বার’ করোনা টেস্ট

বিসিসিআই’র পাঠানো প্রস্তুতির খসড়া অনুসারে সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রশিক্ষণ শুরুর আগে ভারতীয় ক্রিকেটার ও সাপোর্ট স্টাফদের কমপক্ষে পাঁচ বার কোভিড-১৯ টেস্ট দিতে হবে। শুধু তাই নয়, তাদের সেই রিপোর্ট নেগেটিভ হতে হবে। এছাড়াও আইপিএল চলাকালীন প্রতি পাঁচ দিন অন্তর এই পরীক্ষা করা হবে।

বিসিসিআই’র এক কর্মকর্তা এমনটাই জানিয়েছেন। সকল ভারতীয় খেলোয়াড় এবং সাপোর্ট স্টাফদের ভারতে নিজ নিজ দলগুলির সঙ্গে ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইন পিরিয়ডে যোগ দেওয়ার এক সপ্তাহ আগে ২৪ ঘন্টা আলাদা করে দু’টি কোভিড-১৯ অর্থাৎ আরটি-পিসিআর পরীক্ষা করতে হবে।

যদি কোনও ব্যক্তির রিপোর্ট পজিটিভ এসে তাকে ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইনে চলে যেতে হবে। ১৪ দিনপর তাঁকে ২৪ ঘন্টার ব্যবধানে দু’বার কোভিড-১৯ আরটি-পিসিআর পরীক্ষা করাতে হবে। সেই রিপোর্ট নেগেটিভ এলে তবে সেই ব্যক্তি আইপিএলে যোগ দেওয়ার জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিমানে উঠতে পারবেন।

আইপিএলের ত্রয়োদশ সংস্করণ শুরু হবে ১৯ সেপ্টেম্বর। চলবে ১০ নভেম্বর পর্য। আমিরাতে পৌঁছনোর পরেও খেলোয়াড় ও সাপোর্ট স্টাফসহ সব কর্মীদের বায়ো বাবলের এর মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। তবে তার আগে প্রত্যেকের কোভিড-১৯ টেস্টের রিপোর্ট তিনবার নেগেটিভ আসতে হবে। এই প্রোটোকলটিতে দলগুলির প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করে সামান্য পরিবর্তন হতে পারে তবে, খেলোয়াড় এবং দলের কর্মকর্তাদের সুরক্ষায় কোনও আপস করা হবে না।

সংযুক্ত আরব আমিরাতে পৌঁছনোর প্রথম সপ্তাহে খেলোয়াড় এবং দলের কর্মকর্তাদের হোটেলে একে অপরের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হবে না। তারা তিনবার নেগেটিভ আসার পর তা করতে পারে। এরপরে তারা টুর্নামেন্টের বায়ো বাবলে প্রবেশের জন্য ছাড় পাবে এবং প্রশিক্ষণ শুরুর অনুমতি মিলবে।

কিন্তু যে সব বিদেশী ক্রিকেটার সরাসরি আমিরাতে পৌঁছবেন, তাদের

কী হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে ওই কর্মকর্তা জানান, সকল বিদেশী খেলোয়াড় এবং সহায়তা কর্মীদেরও আমিরাতের বিমান ধরার আগে দু’টি কোভিড-১৯ আরটি-পিসিআর পরীক্ষা করাতে হবে। পরীক্ষাগুলি নেতিবাচক হলেই বিমানে উড়তে পারবে৷ যদি না হয় তবে একইভাবে তাদেরও ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইনে থাকবে হবে। পরে দু’টি নেগেটিভ রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর আমিরাতের ফ্লাইট ধরতে সক্ষম হবে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

ভালো আছেন তামিম

লন্ডন থেকে চিকিৎসক দেখিয়ে আসা ওয়ানডে অধিনায়ক তামিম ইকবাল ভালো আছেন। আপাতত তাকে নিয়ে উদ্বেগের কিছু নেই। জানালেন তামিমের চাচা ও বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান আকরাম খান।

বেশ কিছুদিন ধরে পেটের পীড়ায় ভুগছেন তামিম। দেশে পরীক্ষা- নিরীক্ষা করিয়েছেন। কিন্তু সমস্যা ধরা পড়েনি। অনলাইনে লন্ডনের এক চিকিৎসকের পরামর্শ নিচ্ছিলেন। পেটের ব্যথা না সারায় সেই চিকিৎসকের পরামর্শে গত ২৫ জুলাই লন্ডন যান তামিম। সেখানে বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়েছেন। রিপোর্ট পেতে সময় লাগবে। তাই গত শনিবার সকালে দেশে ফেরেন। রিপোর্ট হাতে পাওয়ার অপেক্ষায় আছেন। এরপর শুরু হবে চিকিৎসা।

আকরাম খান মঙ্গলবার যুগান্তরকে বলেন, ‘তামিম ভালো আছে। তাকে নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ নেই। এখন লন্ডনের রিপোর্ট পাওয়ার অপেক্ষা। রিপোর্ট পেতে আরও কয়েকদিন লাগতে পারে।’

প্রাথমিক চিকিৎসা ও পরীক্ষা করিয়ে ঈদের দিন সকালে দেশে ফেরেন ওয়ানডে অধিনায়ক। ১৪ দিন আইসোলেশনে থাকবেন তামিম। সেজন্য ঐচ্ছিক অনুশীলনের দ্বিতীয় পর্বে যোগ দিতে পারছেন না বাঁ-হাতি ওপেনার। বিসিবির প্রধান চিকিৎসক দেবাশিস চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, ‘তামিমের বিষয়টি তার ব্যক্তিগত। সে যেসব পরীক্ষা করিয়েছে তার রিপোর্ট এখনও পায়নি। রিপোর্ট পেলে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে জানানো যাবে।’

শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে ক্রিকেটারদের দ্বিতীয় পর্বের ব্যক্তিগত অনুশীলন। দুই সপ্তাহের বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টিনে থাকার কারণে তামিমের অনুশীলনে যোগ না দেয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে শ্রীলংকা সফরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বাংলাদেশ দলের। এখনই বড় পরিসরে ক্রিকেটাররা অনুশীলন করতে পারছেন না। ব্যক্তিগত অনুশীলনের মাধ্যমে তাদের সম্পৃক্ত করতে চাইছে বিসিবি।

মেহেরপুরে স্বাস্থ্যবিধির বালাই নেই, বাড়ছে সংক্রমণ

মেহেরপুরে প্রতিদিনিই বাড়ছে করোনা রোগীর সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় সর্বোচ্চ ২৮ জন শনাক্ত হয়েছেন। সারা দেশের তুলনায় মেহেরপুরে করোনা পজিটিভ এর সংখ্যা কম হলেও গত দশদিনে শনাক্ত হয়েছে প্রায় ৮০ জন। ঈদ- উল-আযহাকে এর জন্য দায়ি করছে অনেকে।

এছাড়াও ঈদ-উল-ফিতরেও বেশ বেড়েছে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন। এ পর্যন্ত করোনা পজিটিভ এর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮৯ জনে। অথচ রোগীর সংখ্যা বাড়লেও কমেছে সচেতনতা। মানা হচ্ছে না সামাজিক দূরুত্ব। স্বাস্থ্যবিধি মানার কোন বালাই নেই। দোকান-পাট শপিংমল, গণ পরিবহন সব ক্ষেত্রেই পাল্টেছে সচেতনতার চিত্র। কোনটাতেই মানা হচ্ছে না সরকারি বিধি নিষেধ।

শুরুর দিকে করোনা প্রতিরোধে প্রশাসনের কড়া নজরদারি থাকলেও বর্তমানে তা কমেছে। দেশে করোনা সংক্রমণের শুরুর দিকে মেহেরপুরে সংক্রমণ ঠেকাতে প্রশাসন যেমন জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল তেমনি মানুষজনও সচেতনভাবে সবকিছু মেনে চলেছেন। তার সফলতাও মিলেছিল। দেশে কোভিড রোগী শনাক্ত হওয়ার ৪০ দিন পর প্রথম মেহেরপুরে করোনার সংক্রমণ শনাক্ত হয়। কিন্তু এখন করোনার সংক্রমণ বাড়তে থাকলেও মানুষের মধ্যে সচেতনতা কমছে।

মেহেরপুরে সংক্রমণ এড়াতে গত ২৪ মার্চ থেকে অঘোষিত লকডাউন শুরু হয়। এরপর এপ্রিলের শুরু থেকেই পুরোদমে মাঠে প্রশাসন নেমে পড়ে। জনপ্রতিনিধিরা মাঠে নেমে লিফলেট, মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার

বিতরণ করা শুরু করে দেয়। মেহেরপুর পৌরসভার পক্ষ থেকে প্রায় প্রতিদিনই জীবাণুনাশক দিয়ে প্রধান প্রধান সড়ক ধুয়ে দেওয়া হতো। শহরের বিভিন্ন জায়গায় বুথ বসিয়ে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও লিফলেট বিলি করা হতো। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সামনে, মার্কেটের সামনে করা হয়েছিল হাত ধোয়ার ব্যবস্থা। সবার সমন্বয়ে করোনার প্রতিরোধ করে যাচ্ছিল সবাই।

গত ২২ এপ্রিল জেলার মুজিবনগর উপজেলায় প্রথম কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হয়। সংক্রমণ ঠেকাতে ঐ এলাকাকে লকডাউন ঘোষণা করে জেলা প্রশাসক। তখন গ্রাম-গঞ্জে আরও কড়াকড়ি জারি করা হয়। শহরের অটোরিকশা থেকে শুরু করে দোকানপাট, ওষুধের দোকান, কাঁচাবাজার নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে নগরের মানুষজনকে পৌরসভা, জেলা প্রশাসন, জনপ্রতিনিধিসহ বিভিন্ন সামাজিক ও ব্যক্তি উদ্যোগে ত্রাণ দেওয়া হয়। এ অবস্থা চলতে থাকে গত ৯ মে পর্যন্ত। কিন্তু ঈদ-উল-ফিতরকে সামনে রেখে সীমিত পরিসরে দোকানপাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার পর থেকে বাড়তে থাকে সংক্রমণ।

এ পযন্ত মেহেরপুরে মোট শনাক্তের সংখ্যা ২১৭ জন। এদের মধ্যে সুস্থ্য হয়েছেন ১১৮ জন, মৃত্যুবরণ করেছে ৮ জন, অন্যত্র গিয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন ১৮জন, বর্তমানে চিকিৎসাধীন আছে ৭৪জন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার ডা. মখলেছুর রহমান বলেন, দুই ঈদই করোনা ছড়িয়ে পড়ার জন্য বেশি দায়ি। বর্তমানে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন শুরু হয়েগেছে। কে আক্রন্ত আর কে সুস্থ এটা বলা মুশকিল। তাই আমাদের সকলকে অবশ্যই সচেতন হতে হবে আগের চেয়ে বেশি।

সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন বলেন, করোনা প্রতিরোধে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। জন সচেতনতার পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দিচ্ছি। ইতোমধ্যে যাদের পজিটিভ এসেছে তাদের সর্বোচ্চ চিকিৎসা সেবা দেওয়া হচ্ছে। জেলা প্রশাসন জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ ও পুলিশ বিভাগের সম্বনয়ে আমরা করোনা প্রতিরোধে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা আশা করছি খুব অল্প সময়ের মধ্যে মেহেরপুর করোনা মুক্ত হবে।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেন, করোনা প্রতিরোধে সবার আগে আমাদের নিজেদের সচেতন হতে হবে। আমরা

প্রতিনিয়ত সচেতনতা মূলক প্রচার অভিযান চালাচ্ছি। কোন কোন ক্ষেত্রে জরিমানাও করা হচ্ছে। তারপরও অনেকেই স্বাস্থ্যবিধি মানতে নারাজ। আমরা মাঠ পর্যায়ে আরও কড়া পদক্ষেপ গ্রহন করবো। সেই সাথে সবাইকে সচেতন হতে হবে।

মেপ্র/আরপি

মেহেরপুরে আরও ১৭ জন সহ একদিনে ২৮ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে ২য় দফায় আরও ১৭ জনের করোনা পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে। এ নিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৮। করোনা সংক্রমণের শুরু থেকে এই প্রথম অধিক সংখ্যক ব্যক্তি করোনা আক্রান্ত হলেন।

আজ মঙ্গলবার রাত সাড়ে নয় টার দিকে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন তথ্য নিশ্চিত করেন।

মঙ্গলবার দুই দফায় রিপোর্ট এসেছে ৬৮টি। এর মধ্যে ২৯ জুলাইয়ে দেওয়া নমুনার মধ্যে ২৬টি রিপোর্ট পাওয়া যায়। তার মধ্যে পজিটিভ ১০টি। ৩০ জুলাইয়ে দেওয়ার নমুনার মধ্যে প্রাপ্ত রিপোর্ট ১৬, পজিটিভ ৭ এবং ২ আগষ্টের দেওয়া নমুনার মধ্যে প্রাপ্ত রিপোর্ট ২৬, পজিটিভ ১১। তিনদিনের প্রাপ্ত ২৮টি পজিটিভের মধ্যে সদর উপজেলায় ১৫ ,মুজিবনগরে ৪ এবং গাংনীতে ৯টি। ।

এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা= ২৫২৭টি। মোট পজিটিভ কেইস= ২১৭ (সদর- ১০৮ , গাংনী -৮৬,
মুজিবনগর -২৩)। মৃত্যু – ৭ জন।(সদর-৩, গাংনী- ৩, মুজিবনগর -১)। সুস্থ্য= ১১৮ জন।[সদর-৬৪, গাংনী -৪৩, মুজিবনগর- ১১] ট্রান্সফার্ড- ১৮ জন। (সদর-১২, গাংনী-৬)
মেহেরপুর জেলায় পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা বর্তমানে ৭৪(সদর-৩০, গাংনী- ৩৩, মুজিবনগর -১১), জন।

গাংনীতে সাত গরু ব্যাবসায়ীর টাকা লুটের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনীর মহাম্মদপুরের সাত গরু ব্যাবসায়ীকে খাবারের সাথে ঘুমের ঔষুধ খাইয়ে টাকা লুটের অভিযোগ উঠেছে।

অভিযুক্তরা গতকাল সোমবার রাত ৮ টার দিকে গ্রামের একটি চায়ের দোকানে পটকাবাজি করে আতংকিত করে স্থানীয়দের।

ঢাকার হাজারিবাগে নেশা জাতীয় খাবার খাইয়ে সাত ব্যাবসায়ীর কাছ থেকে টাকা লুটের ঘটনায় তিন ব্যবসায়ীকে অভিযুক্ত করে গাংনী থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ প্রত্যাহার করাতে ভয়ভীতি দেখাতে এ পটকাবাজি দাবী করেছেন ভুক্তভোগীরা।

জানাগেছে, পুরাতন মটমুড়া গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে বিদ্যুৎ আলী, মহাম্মদপুরের ইসমাইলের ছেলে কামাল হোসেন, তার ভাই লালন হোসেন, সিরাজের ছেলে বাবু ও তার ভাই ছোরু মিয়া, রহিদুল ইসলাম, আলিমুদ্দিনের ছেলে সিদ্দিক, জামিরুলের ছেলে আনারুল, মোশারফের ছেলে আসমত আলী এবং আইযুবের ছেলে নামজুল সহ ১০ জন গরু ব্যবসায়ী মোট ১৯ টি গরু নিয়ে ট্রাক যোগে ঢাকায় যান গত ২৭/০৭/২০২০ তারিখে।

ঢাকাস্থ হাজারিবাগ পশু হাটে গরু বিক্রির জন্য ব্যবসায়ীরা অবস্থান করেন। কয়েকদিন ধরে একই সাথে রান্না করে খাওয়া দাওয়া করতেন তারা। ২৯ তারিখে তাদের সমস্ত গরু বিক্রি হয়ে যায়। ওই দিন দুপুর বেলা ১০ জন ব্যবসায়ীর খাবারের জন্য খিচুড়ি রান্না করেন। গরু ব্যবসায়ী সাত জন খাবার খেলেও তিনজন খিচুড়ি না খেয়ে অবস্থান করেন সেখানে। কিছুক্ষণ পর খাবার খাওয়া সাতজন ব্যবসায়ী অজ্ঞান হয়ে যায়। অজ্ঞান হওয়া সাত ব্যবসায়ীর কাছে থাকা ২ লাখ ৫ হাজার টাকা লুট করে পালিয়ে আসে মহাম্মদপুরের রহিদুল, বাবু ও ছোরু মিয়া।

পরে হাজারি বাগ এলাকার থানা পুলিশ সাতজনকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করেন। পরের দিন বাড়ি ফিরে আসেন সাত ব্যাবসায়ী। টাকা ফেরত পেতে পরের দিন গাংনী

থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ভুক্তভোগীরা।

টাকা লুটের ঘটনায় থানায় অভিযোগ করলে অভিযোগকারিদের ভয়ভীতি দেখাতে সোমবাবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে স্থানীয় মজিবুলের চায়ের দোকানে বিকট শব্দে পটকাবাজি ঘটানো হয় বলে জানান গরু ব্যবসায়ী বিদ্যুৎ ও সিদ্দিকুর। এলকাবাসি হয়ে পড়ে আতংকিত।

কুমারীডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ আবদুল আলিম বলেন, ককটেল বিষ্ফোরণ হয়েছে এমন কথা শুনে সেখানে গিয়ে জানতে পারি কেউ হয়তো শয়তানি করে পটকাবাজি করেছে। সাতজন ব্যবসায়ীদের অভিযোগের ভিত্তিতে দু’পক্ষের লোকজনকে নিয়ে থানায় বসেছি। তবে টাকা লুটের ঘটনার সত্যতা রয়েছে বলে প্রাথমিক ধারনা করা হচ্ছে।

গাংনী থানার ওসি মোঃ ওবাইদুর রহমান জানান, এ বিষয়ে অভিযোগ করেছেন এক ব্যাবসায়ী। তবে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি শিকার করছে না। তবে ক্ষতিয়ে দেখে ঘটনার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সুপ্রিমকোর্টে স্বাভাবিক বিচারকাজের বিষয়ে সিদ্ধান্ত বৃহস্পতিবার

করোনাভাইরাস মহামারী পরিস্থিতির মধ্যে দেশের সর্বোচ্চ আদালত স্বাভাবিক বিচারকাজে ফিরবে কিনা, তা জানা যাবে বৃহস্পতিবার।

এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ওই দিন ফুলকোর্ট সভা ডেকেছেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন।

সুপ্রিমকোর্টের উভয় বিভাগের বিচারপতিদের নিয়ে বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তিনি এ সভা করবেন।

বৃহস্পতিবারের সভার বিষয়ে সুপ্রিমকোর্ট প্রশাসন সোমবার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

সভার আলোচ্যসূচির প্রথমেই রাখা হয়েছে শারীরিক উপস্থিতিতে সুপ্রিমকোর্টের বিচারকাজ পরিচালনার বিষয়টি।

এ ছাড়া সুপ্রিমকোর্টে বার্ষিক অবকাশকালীন ছুটির বিষয়েও আলোচনা হবে ওই সভায়।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে অবিলম্বে নিয়মিত আদালত চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে প্রধান বিচারপতির কাছে গত ৮ জুলাই প্রস্তাব করে সুপ্রিমকোর্ট আইনজীবী সমিতি।

একই সঙ্গে সুপ্রিমকোর্টের বার্ষিক ছুটিসহ সব আদালতের ডিসেম্বরের ছুটি বাতিলের দাবিও জানানো হয়।

২৬ জুলাই প্রধান বিচারপতির কাছে আবারও সেই প্রস্তাব পাঠায় সুপ্রিমকোর্ট আইনজীবী সমিতি।

এর মধ্যে গত ৩০ জুলাই অধস্তন আদালতে শারীরিক উপস্থিতির মাধ্যমে স্বাভাবিক বিচারকাজ পরিচালনার সিদ্ধান্ত আসে প্রধান বিচারপতির কাছ থেকে।

করোনা পরিস্থিতিতে গত ২৬ মার্চের পর দফায় দফায় সাধারণ ছুটির মেয়াদ বাড়ানো হয়। সবশেষ গত ১৬ মে দেয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে সাধারণ ছুটির মেয়াদ ৩০ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়।

তবে সরকার ৩০ মে মাসের পর সাধারণ ছুটি আর না বাড়ালেও আদালত অঙ্গনে নিয়মিত কার্যক্রমের পরিবর্তে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত ভার্চুয়াল বিচার কাজ অব্যাহত থাকবে জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন।

সূত্র- যুগান্তর

দেশে করোনা রোগী ২ লাখ ৪৪

হাজার, মৃত্যু ৩২৩৪

দেশে করোনাভাইরাসে মৃত্যুর সংখ্যা গত দুদিন কিছুটা কম থাকলেও সবশেষ ২৪ ঘণ্টায় বেড়েছে। একদিনে অর্ধশত করোনা রোগী মারা গেছেন দেশে। এ নিয়ে মোট তিন হাজার ২৩৪ জনের প্রাণ কাড়ল সর্বনাশা করোনা।

২৪ ঘণ্টায় নতুন করে করোনা শনাক্ত হয়েছে এক হাজার ৯১৮ জনের দেহে। এ নিয়ে দেশে মোট দুই লাখ ৪৪ হাজার ২০ জনের দেহে করোনা ধরা পড়ল।

করোনা থেকে সুস্থ হওয়ার সংখ্যাটাও কম নয়। গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন এক হাজার ৯৫৫ জন। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন এক লাখ ৩৯ হাজার ৮৬০ জন, যা মোট আক্রান্তের ৫০ শতাংশের বেশি।

মঙ্গলবার দেশে করোনার সংক্রমণ পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানানো হয়। ব্রিফিংয়ে কথা বলেন স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা।

ব্রিফিংয়ের তথ্যমতে, দেশে ৮৩টি ল্যাবে (পরীক্ষাগার) করোনা পরীক্ষা হচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় আগের নমুনাসহ পরীক্ষা করা হয়েছে ৭ হাজার ৭১২টি নমুনা।

সবশেষ তথ্যানুযায়ী, শনাক্তের হার গত ২৪ ঘণ্টায় ২৪ দশমিক ৮৭ শতাংশ এবং এখন পর্যন্ত ২০ দশমিক ৩১ শতাংশ। সুস্থতার হার ৫৭ দশমিক ৩১ শতাংশ। শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যু হার এক দশমিক ৩৩ শতাংশ। সুস্থতার হার ৫৭.৩১ শতাংশ।

গতকাল সোমবার ২৪ ঘণ্টায় এক হাজার ৩৫৬ জনের করোনা শনাক্ত হওয়ার তথ্য জানানো হয়েছিল। একই সময় মারা যান ৩০ জন।

এর আগের দিন চার হাজার ২৪৯টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এখন পর্যন্ত পরীক্ষা হয়েছে ১২ লাখ ১ হাজার ২৫৬টি নমুনা।

বাংলাদেশে গত ৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত প্রথম রোগীর খোঁজ মেলে; এর ১০ দিনের মাথায় ঘটে প্রথম মৃত্যু।

করোনাভাইরাসে প্রথম মৃত্যুর পর গত ১০ জুন সংখ্যা হাজার ছাড়ায়, ওই দিন পর্যন্ত দেশে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ছিল এক হাজার ১২ জন।

মৃত্যুর সংখ্যা দুই হাজারের কোটা ছাড়ায় এর ২৫ দিন পর, ৫ জুলাই।

মৃত্যুর সংখ্যা আড়াই হাজার ছাড়ায় ১৭ জুলাই, ওই দিন দেশে মৃত্যু ছিল দুই হাজার ৫৪৭ জন। সেখান থেকে তিন হাজারে পৌঁছতে সময় লাগে ১১ দিন। ২৮ জুলাই দেশে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা ছিল কাঁটায় কাঁটায় তিন হাজার। সেখান থেকে তিন হাজার ২০০ ছাড়াতে সময় লাগল এক সপ্তাহ।

মৃতদের অধিকাংশই পুরুষ, দুই হাজার ৫৪৯, নারী ৬৮৫ জন। বেশিরভাগই ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের।

সূত্র- যুগান্তর

২৪ ঘণ্টায় আরও ৫০ জনের মৃত্যু

কোভিড-১৯ মহামারীতে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে। নতুন করে আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন ১ হাজার ৯১৮ জন।

মঙ্গলবার দুপুরে কোভিড-১৯ রোগ নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

নতুন করে ৫০ জন নিয়ে দেশে করোনায় মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল তিন হাজার ২৩৪ জনে। আর মোট শনাক্তের সংখ্যা দুই লাখ ৪৪ হাজার ২০ জন।

মারা যাওয়া ৫০ জনের মধ্যে পুরুষ ৪৪ জন ও নারী ৬ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনাভাইরাস থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১ হাজার ৯৫৫ জন। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১ লাখ ৩৯ হাজার ৮৬০ জন। এ সময়ে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৭ হাজার ৭১২টি।

দেশে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত (কোভিড-১৯) প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। তার ১০ দিন পর ১৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

বুলেটিনে বরাবরের মতো করোনা থেকে সুরক্ষিত ও সুস্থ থাকতে

সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান ডা. নাসিমা।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার অ্যান্ড কন্ট্রোলরূম সূত্রে জানা গেছে, জুন মাসে ৯৮ হাজার ৩৩০ জন আক্রান্ত হন। জুন মাসে গড়ে প্রতিদিন তিন হাজার ২৭৮ জন আক্রান্ত হন। আর সর্বোচ্চসংখ্যক মৃত্যু হয়েছে জুলাই মাসে। সংখ্যাটি ১ হাজার ২৬৪ জন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

বনানীর সামরিক কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত মেজর (অব.) সিনহা

পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় বনানীর সামরিক কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন পুলিশের গুলিতে নিহত সাবেক মেজর (অব.) সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান। সোমবার তার দাফন সম্পন্ন হয়।

গত ৩১ জুলাই রাতে কক্সবাজারের টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের শামলাপুরে বাহারছড়া তল্লাশি চৌকিতে পুলিশের গুলিতে নিহত হন তিনি। এদিকে সাবেক সেনা কর্মকর্তা সিনহা রাশেদ খান নিহতের ঘটনা তদন্তে গঠিত কমিটি আজ মঙ্গলবার থেকে তদন্ত কাজ শুরু করবে।

এদিকে তার মৃত্যুর পর প্রথমে কক্সবাজারের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহা. শাহজাহান আলিকে প্রধান করে তিন সদস্যদের কমিটি গঠন করা হলেও পরবর্তী সময়ে তা পুনর্গঠন করা হয়েছে।

২ আগস্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক পুনর্গঠন করা কমিটিতে প্রধান করা হয়েছে চট্টগ্রামের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ মিজানুর রহমানকে। পুনর্গঠিত কমিটিকে সাত কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দিতে বলেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ।

কমিটিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের একজন প্রতিনিধি, রামু ১০ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি ও কক্সবাজারের এরিয়া কমান্ডারের একজন প্রতিনিধি, পুলিশের চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজির একজন প্রতিনিধি, কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের একজন প্রতিনিধি রাখা হয়েছে।

সাবেক মেজর (অব.) সিনহা ২০১৮ সালে স্বেচ্ছায় সেনাবাহিনী থেকে অবসরে যান। তিনি অর্থমন্ত্রণালয়ের সাবেক উপসচিব মুক্তিযোদ্ধা এরশাদ খানের ছেলে।

গত ৩ জুলাই স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়া বিভাগের তিন শিক্ষার্থীসহ ইউটিউব চ্যানেলের জন্য ভ্রমণ ভিডিও তৈরি করতে কক্সবাজারে যান। ৩১ জুলাই রাতে শামলাপুরের একটি পাহাড়ি এলাকায় শুটিং শেষে ফেরার পথে তল্লাশির সময় পুলিশের গুলিতে নিহত হন তিনি।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

মুজিবনগরে খাস জমি দখল নিয়ে সংঘর্ষ, আহত ২

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের বর্গাচাষি মৃত দাসু শেখ এর ছেলে ঈসরাফিল শেখ ও তার ছেলেকে মেরে রক্তাক্ত জখম করেছে একই গ্রামের সিরাজ ও তার ছেলে সেলিম ভাই রমজান ও চাচাত ভাই ইব্রী খলসানি, সহ কয়েক জন।

আহত ঈসরাফিল জানান যে তার বোন আসমা খাতুনের নামে সোনাপুর তালতলার মাঠে ১৭ কাঠা খাস জমি গত দুই বছর আগে মুজিবনগর উপজেলার সাবেক নির্বাহী অফিসার নাহিদা আক্তার বন্দবস্ত দিয়ে তার বোন আসমা খাতুনকে সরকার থেকে দখল বুঝিয়ে দেয় আমার বোন বিধবা হওয়ায় উক্ত জমি আমাকে বর্গাদেয় সেই থেকে আমি উক্ত জমি বর্গাচাষ করে আসছি আজ সকালে আমি ও আমার ছেলে মফিজুল জমিতে রোপন কৃত সিম গাছে পানি দিতে গেলে সোনাপুর গ্রামের মৃত হামিজুদ্দীন এর ছেলে সিরাজ,

রমজান, সিরাজের ছেলে সেলিম, মৃত ঠান্ডু খলসানি এর ছেলে ইব্রী খলসানি সহ কতিপয় ব্যাক্তি জোর পুর্বক দখল এবং আমাদের হত্যার উদ্যোশে ফালা, হাসুয়া, লোহার রড, দা, লাঠি নিয়ে হামলা চালায় আমাকে ফালা দিয়ে হত্যা করার জন্য বুকে আঘাত করে মাটিতে ফেলে লাঠি দিয়ে এলোপাথাড়ি মারতে থাকে এবং আমার ছেলে মাথায় দা অথবা লাঠি দিয়ে আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করে পালিয়ে যায়। পরে মুজিবনগর থানা পুলিশের কাছে খবর দিলে পুলিশ এসে আমাদের উদ্ধার করে খবর পেয়ে আমার পরিবারের লোকজন সহায়তায় হাসপাতালে নিয়ে আসে।

মুজিবনগর স্বাস্হ্য কমপ্লেক্স এর কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান আহত ঈসরাফিলের অবস্হা একটু গুরুতর তার বুকে ২.৫ সেন্টিমিটারের মত গভির ক্ষত হয়েছে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে মেহেরপুর সদর / কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজে রেফার্ড করা হয়েছে এবং ছেলে মফিজুল চিকিৎসা দিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মুজিবনগর থানা ইনচার্য (ওসি) আব্দুল হাশেম জানান ঘটনাটি আমি শুনেছি তবে এখনো কোন অভিযোগ পায়নি অভিযোগ পেলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্হা নেওয়া হবে।